তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... .. .. কলাম ... ...

13

নিউমার্কেটের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মিছিলটি সোনারগাঁও হোটেলের নিকট উপস্থিত হইলে বিপরীত দিক হইতে এক হাজার ছাত্রের আরেকটি 'মিছিল আসে। তখন ছাত্ররা সোনারগাঁও হোটেলের সম্মুখে একটি 'সেভেন আপ' কোম্পানীর লরীতে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্ররা তিতাস গ্যাসের অফিসের সম্মুখে একটি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্রদের হামলার সময় সমগ্র ভি আইপি রোডে যানবাহন জট লাগিয়া যায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রায় ৫০টি গাড়ীর গ্লাস ভাংচুর করে। উহার মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন কর্পোরেশনের। ট্রাকে আগুন দেওয়ার খবর তেজগাঁও ট্রাকষ্ট্যাণ্ডে পেঁৗছিলে সেখানকার লোকেরা উত্তেজিত হয়। প্রায় ২ শত ট্রাক ড্রাইভার ও হেলপার লাঠিসোটা, রড়, লইয়া ভিআইপি রোডের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় বিক্ষুব্ধরা স্থানীয় ইউসিবি লিঃ ব্যাংকে হামলা ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। তিতাস গ্যাসের অফিসে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেলে পরিবহন শ্রমিকরা ছাত্রদের বেদম প্রহার করে। ইহাতে ৫ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। তখন পুলিশ পরিবহন শ্রমিকদের ধাওয়া করিয়া পুনরায় তেজগাঁওয়ের দিকে পাঠাইয়া দেয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তখন কাওরান বাজার হইতে ফার্মগেট ও মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ আওলাদ হোসেন মার্কেটের চারিপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড হামলা চালায় এবং তেজগাঁও কলেজের নিকট একটি মাইক্রোবাসে ভাংচুর ও আগুন দেয়। ভিআইপি রোডসহ সকল রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। পুলিশের হামলায় প্রায় ১৭ জন আহত হয়। বেলা সাড়ে ৩ টায় পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে গতকাল রাত্র পৌনে ৮ টায় নিহত ছাত্র শামসুদ্দীন খান মিঠুর লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন শেষে তাহার এক চাচা লাশ গ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গতকাল ভর্তিকৃতদের মধ্যে ১৪ জন বুলেটবিদ্ধ ও ৮ জন প্রহারে আহত। বুলেটবিদ্ধরা হইতেছে: সবুজ (১৮), সাজু (১৯), বাপ্পি (২২), সফিক (২০), হোসেন সাজু (১৮), পরেশ (১৯),, মোশাররফ হোসেন (২০), ওয়াহেদুল (১৯), মজিবুর রহমান নাজিম (২১), মারুফ (২০) মোস্তাক আহমদ (১৯), মামুন (১৮), তাপস (২০) ও রানা (২০) এবং প্রহারে আহত আহসান উল্লাহ সোহেল (২০), খোকন (১৮), মামুন (২২), জাকির হোসেন সাঈদ (২০), খন্দকার আবু সাঈদ চয়ন (১৮), আবুল ফজল নিপু (২০), মিজানুর রহমান (২০) ও সোহেহ (২১)।

কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এক বিবৃতিতে কলেজের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পুলিশের গুলীবর্ষণ, লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং ইহার ফলে ছাত্র নিহত ও বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়াছেন।

দায়িত্বশীল হইতে হইবে: ছাত্রঐক্য

গতরাত্রে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ঢাকা সিটি কলেজে ছাত্রদের উপর পুলিশের "নির্বিচার গুলীবর্ষণ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জের" নিন্দা করিয়া এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান ও আহত ছাত্রদের উপযুক্ত চিকিৎসাসহ ক্ষতিপূরনের দাবী জানান হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, "গণতন্ত্রের উত্তরণের ক্রান্তিলগ্নে দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মহলবিশেষ নানা অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত রহিয়াছে। সিটি কলেজে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনাবলীতে পুলিশের ন্যক্কারজনক ভূমিকা সেই অশুভ তৎপরতারই ইঙ্গিত দেয়।" নেতৃবৃন্দ যে কোন ধরনের উস্কানির মুখেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের এবং ছাত্রঐক্য প্রণীত আচরণবিধি মানিয়া চলার জন্য সিটি কলেজসহ দেশের সমগ্র ছাত্র সমাজের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। ছাত্রঐক্য এ ব্যাপারে আজ সকাল ১০টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক সভা আহ্বান করিয়াছে।

ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্রহত্যার নিন্দা করিয়া দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ও সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম ছাত্র সংঘর্ষ ও ছাত্র হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধ ও সুস্থ পরিবেশ ফিরাইয়া আনার দাবী জানান।

৫ দলীয় জোট নেতা আ,ফ,ম মাহবুবুল হক সিটি কলেজের ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের জের হিসাবে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের নিন্দা জানান। সিটি কলেজে ছাত্রহত্যার নিন্দা জানাইয়া বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি দিয়াছে। বিবৃতিদাতারা হইতেছে, গণতান্ত্রিক ছাত্রএকতা, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, ইসলামী ছাত্রসেনা, ছাত্রলীগ (ছাত্তার খান), ছাত্রলীগ (লু-আ) ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্র কেন্দ্র।

পুলিশের বক্তব্য

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ জানায়, গতকাল সকাল সাড়ে ৭টায় একদল ছাত্র সায়েন্স ল্যাবরেটরী পুলিশ বক্সে হামলা ও ভাংচুরের পর সেখানকার ওয়ারলেস সেট ও টেলিফোন লইয়া যায়। পরে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদের প্রতি ওয়্যারলেস সেটটি ফিরাইয়া দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু ছাত্ররা এই অনুরোধ প্রত্যাখান করিয়া পুলিশের উপর হামলা চালায়। এ সময়ে ককটেল ও ইট পাটকেল নিক্ষেপে এসি রমনাসহ ৪ জন পুলিশ আহত হয়। কিছু ছাত্র ধানমণ্ডী থানার সম্মুখে যাইয়া ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এ সময়ে পুলিশ টিয়ার গ্যাস বর্ষণ ও ধাওয়া করিয়া ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। ছাত্ররা কলেজ গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাটা রাইফেল ও পিস্তল দ্বারা গুলী বর্ষণ শুরু করে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা দুইজন কনস্টেবল সোহরাব ও নওশেরকে ধরিয়া কলেজের ভিতরে লইয়া যায়। তাহাদের উদ্ধারের জন্য স্টেগানধারী হাবিলদার সাইফুল কলেজের ভিতরে প্রবেশ করিলে ছাত্ররা তাহার ষ্টেনগান ধরিয়া টানাটানি শুরু করে। ফলে ষ্টেনগান হইতে ব্রাস ফায়ার হইয়া যায়। এই ব্রাশ ফায়ারের গুলীতেই ছাত্র আহত ও পরে মৃত্যু বরণ করে বলিয়া পুলিশ জানায়। কলেজের অভ্যন্তরে ভাংচুরের কথা পুলিশ অস্বীকার করিয়াছে।